যিশু খ্রিস্টের প্রত্যাদেশ - সংখ্যা দশ

স্বর্গে যুদ্ধ

Jeff Pippenger

2023-11-03

খ্রিষ্ট ও লুসিফার (আলোকবাহক)-এর মধ্যে মহা-বিরোধ স্বর্গে শুরু হয়েছিল, এবং ঈশ্বর একটি পরীক্ষাকালের অবকাশ দিয়েছিলেন। লুসিফার যখন তার বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিল, তখন আলোকবাহকের সেই বিদ্রোহের ফল প্রকাশ পাওয়ার জন্যও একটি সময় দেওয়া হলো। যখন ঈশ্বর নির্ধারণ করলেন যে সেই পরীক্ষাকাল শেষ হয়েছে, তখন লুসিফারের নাম ‘আলোকবাহক লুসিফার’ থেকে ‘প্রতিপক্ষ শয়তান’-এ পরিবর্তিত হলো। শয়তান এবং তার বিদ্রোহে যোগ দেওয়া স্বর্গদূতদের জন্যও পরীক্ষাকাল শেষ হয়ে গিয়েছিল, এবং তারা স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হলো ও চিরন্তন আগুনের জন্য দণ্ডিত হলো।

> তখন তিনি বাম দিকে থাকা লোকদেরও বলবেন, আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও, হে অভিশপ্তেরা, সেই শাশ্বত অগ্নিতে যা শয়তান ও তার দেবদূতদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। মথি ২৫:৪১।

খ্রিস্ট ও শয়তানের মধ্যে মহাসংঘর্ষ পরবর্তীতে এডেনের উদ্যানে এসে পৌঁছাল, এবং ঈশ্বর আবারও এক পরীক্ষাকাল নির্ধারণ করলেন। যখন শয়তান মৃত্যু ও গাছের ফল সম্পর্কে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ আনল এবং ইভকে তার বিদ্রোহে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করল, তখন যেমনটি স্বর্গে হয়েছিল, তেমনি শয়তানের বিদ্রোহের পরিণতি পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আবারও এক সময়কাল অনুমোদিত হলো। সেখানে শয়তান আরও একটি নাম পেল, “ডেভিল”, যার অর্থ “অভিযোগকারী”। যখন পরীক্ষাকাল (যে আদমের সন্তানরা শয়তানের বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে তাদের জন্য) শেষ হবে, তখন সেই আদমের সন্তানরা চিরন্তন অগ্নিদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

> আর স্বর্গে যুদ্ধ হয়েছিল: মিখায়েল এবং তাঁর স্বর্গদূতেরা ড্রাগনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন; আর ড্রাগন ও তার স্বর্গদূতেরা যুদ্ধ করল, কিন্তু তারা জয়ী হল না; এবং স্বর্গে তাদের আর কোনো স্থান পাওয়া গেল না। আর সেই মহা ড্রাগন, সেই প্রাচীন সর্প, যাকে ডেভিল এবং সাতান বলা হয়, যে সমগ্র জগৎকে প্রতারিত করে, তাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হল; এবং তার সঙ্গে তার স্বর্গদূতেরাও নিক্ষিপ্ত হল। প্রকাশিত বাক্য ১২:৭-৯।

মহাসংঘর্ষের সূচনায় স্বর্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তা মহাসংঘর্ষের সমাপ্তির যুদ্ধকে চিত্রিত করে; কারণ আলফা ও ওমেগা সর্বদা কোনো কিছুর শেষকে তার শুরুর সাথে মিলিয়ে তুলে ধরে। স্বর্গে সংঘটিত সেই যুদ্ধের বর্ণনার সূচনা স্বর্গে এক মহা বিস্ময়ের মাধ্যমে হয়।

> আর স্বর্গে এক মহা আশ্চর্য দেখা গেল: সূর্যকে বস্ত্ররূপে পরিহিতা এক নারী; তার পায়ের নিচে চাঁদ, এবং তার মাথায় বারোটি নক্ষত্রের একটি মুকুট। সে গর্ভবতী হয়ে প্রসবের বেদনায় চিৎকার করছিল এবং সন্তান প্রসবের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল। প্রকাশিত বাক্য ১২:১, ২।

যখন খ্রিস্ট ও শয়তানের মধ্যে মহাসংঘর্ষের চূড়ান্ত সংঘর্ষ ঘটে—যা ঘটে পরীক্ষামূলক সময় এখনও কার্যকর থাকাকালে—তখন যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যে যুদ্ধক্ষেত্রকে

স্বর্গে অবস্থিত হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই সত্য এখন উন্মোচিত হচ্ছে। প্রেরিত পৌল তিনটি স্বর্গের কথা বলেন।

> প্রেরিত পল তাঁর খ্রিস্টীয় জীবনের শুরুর দিকেই যীশুর অনুসারীদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে বিশেষ সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি 'তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত উত্থাপিত' হয়েছিলেন, 'স্বর্গোদ্যানে' গিয়েছিলেন, এবং এমন 'অবর্ণনীয় কথা' শুনেছিলেন 'যা কোনো মানুষের পক্ষে উচ্চারণ করা বিধিসম্মত নয়'। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁকে বহু 'দর্শন ও প্রকাশ' দেওয়া হয়েছিল। সুসংবাদের সত্যের নীতিসমূহ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ছিল 'অত্যন্ত প্রধান প্রেরিতদের' সমান। ২ করিন্থীয় ১২:২, ৪, ১, ১১। 'জ্ঞানকে অতিক্রম করে এমন খ্রিস্টের প্রেমে'-এর 'প্রস্থ, দৈর্ঘ্য, গভীরতা ও উচ্চতা' সম্পর্কে তাঁর ছিল স্পষ্ট ও পূর্ণ বোঝাপড়া। ইফিষীয় ৩:১৮, ১৯। প্রেরিতদের কার্যাবলী, ৪৬৯।

মহা সংঘাতের শুরুতে যুদ্ধ তৃতীয় আকাশে শুরু হয়েছিল, এবং মহা সংঘাতের সমাপ্তিতে সেই যুদ্ধ প্রথম আকাশে শেষ হয়। তিনটি আকাশ রয়েছে; প্রথম আকাশ হলো পৃথিবী গ্রহের বায়ুমণ্ডল। দ্বিতীয় আকাশ হলো সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রের জগত। তৃতীয় আকাশকে সিস্টার হোয়াইট 'স্বর্গোদ্যান' বলেছেন, এবং এটি ঈশ্বরের সিংহাসনের অবস্থানকে নির্দেশ করে। ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের একেবারে সান্নিধ্যেই আলোর বাহক লুসিফার তার বিদ্রোহের সূচনা করেছিল।

তৃতীয় স্বর্গ সেই স্থান, যেখানে সিস্টার হোয়াইটসহ কিছু নবীকে দর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পল সেখানে থাকাকালে, তাকে দেখানো হয়েছিল রাস্তায় ২০২০ সালের ১৮ জুলাই হত্যা করা হয়েছিল এমন শুকনো মৃত হাড়গুলোর জাগরণের ইতিহাস, এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্মের সঙ্গে যে পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলো। পলকে সেই ইতিহাস প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, কারণ সেই ইতিহাসকে এমন এক ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, যা "বলা" আইনসম্মত নয়। যোহন যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশের দর্শন পাওয়ার প্রায় ত্রিশ বছরের কিছু বেশি আগে পল মারা গিয়েছিলেন। যোহনও, পলের মতোই, সাতটি বজ্রধ্বনি যা "বলা" হয়েছিল তা শুনেছিলেন, এবং তাকেও বলা হয়েছিল যে যা "বলা" হয়েছিল তা লিখিত নেই। সাতটি বজ্রধ্বনি যা "বলা" হয়েছিল, তা রাস্তায় দুই সাক্ষী যে সাড়ে তিন প্রতীকী দিন মৃত ছিল তার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিল করা অবস্থায় থাকার কথা ছিল।

> আর যখন সাত বজ্রধ্বনি তাদের স্বর উচ্চারণ করল, তখন আমি লিখিতে যাচ্ছিলাম; আর আমি স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শুনলাম, যে আমাকে বলল, সাত বজ্রধ্বনি যে বিষয়গুলি উচ্চারণ করেছে সেগুলো সীল করে রাখ, এবং সেগুলো লিখো না। প্রকাশিত বাক্য ১০:৪।

তদন্তমূলক বিচারের "শেষ দিনগুলো" সম্বন্ধে সব ভবিষ্যদ্বক্তা সাক্ষ্য দেন, এবং ওই "শেষ দিনগুলো" নির্দিষ্টভাবে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে শুরু হয়েছে, এবং এখন তারা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে সিলমোহরকরণ শুরু হয়। সিলমোহরকরণ শুরু হয় সেই সাড়ে তিন প্রতীকী দিনের শেষে, যখন দুইজন নিহত সাক্ষী রাস্তায় শায়িত ছিল। সব ভবিষ্যদ্বক্তা পরস্পরের সঙ্গে একমত। পৌল দেখেছিলেন শেষ পরীক্ষাকালীন যুদ্ধের সেই যুদ্ধক্ষেত্র, যা প্রথম স্বর্গে সংঘটিত হয়। প্রথম স্বর্গে সংঘটিত শেষ পরীক্ষাকালীন যুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রটি তৃতীয় স্বর্গে সংঘটিত প্রথম পরীক্ষাকালীন যুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এসব যুদ্ধক্ষেত্রকে পরীক্ষাকালীন যুদ্ধের অঙ্গন হিসেবে চিহ্নিত করা অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু শয়তান—যে প্রথম যুদ্ধে খ্রিস্টের প্রতিপক্ষ ছিল এবং শেষ যুদ্ধে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রতিপক্ষ—জানে তার সময় অল্প। সে জানে

এটি পরীক্ষাকালীন সময়ের পরিসরের মধ্যে স্থাপিত একটি যুদ্ধ। আমরা কি জানি?

১৮৪০ সালে পরাক্রান্ত এক স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়ে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তাকে শক্তিশালী করলেন। সেই প্রজন্মের প্রোটেস্ট্যান্টদের তখন পরীক্ষা নেওয়া হলো, এবং তারা শেষ পর্যন্ত ‘বাবিলনের কন্যারা’ বলে আখ্যায়িত হয়ে বিদ্রোহের একটি নাম তাদের সঙ্গে জুড়ে গেল। লুসিফারের নামও তার অনুগ্রহকালীন পরীক্ষা-সময়ে বদলে গিয়েছিল। ১৮৪০ সালে যে পরাক্রান্ত স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অবতীর্ণ প্রকাশিত বাক্য আঠারোর পরাক্রান্ত স্বর্গদূতের প্রতিরূপ ছিলেন। ১৮৪০ সালে তদন্তমূলক বিচার তখনও শুরু হয়নি, কারণ সেটি তখনও চার বছর ভবিষ্যতের বিষয় ছিল; তবু প্রোটেস্ট্যান্টরা জীবিতদের বিচারের এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতিরূপ প্রদান করেছিল, কারণ ১৮৪০ সালে সেই স্বর্গদূত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনুগ্রহকালীন পরীক্ষা শুরু হয়। ২০০১ সালে প্রকাশিত বাক্য আঠারোর স্বর্গদূত অবতীর্ণ হলে, স্বর্গের বিচার মৃতদের বিচার থেকে জীবিতদের বিচারে পরিবর্তিত হলো।

১৮ জুলাই, ২০২০-এ, তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের জন্য প্রথম হতাশা এসে পৌঁছায়, যা প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের প্রথম হতাশা দ্বারা প্রতীকায়িত। আদি আন্দোলনে, প্রোটেস্ট্যান্টদের পরীক্ষার প্রক্রিয়া প্রথম হতাশার মাইলফলকে এসে শেষ হয়েছিল, এবং তারপর প্রথম আন্দোলনের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। ১৮ জুলাই, ২০২০-এ, বিচারের প্রক্রিয়া আরেক ধাপ এগিয়ে গেল, কারণ সাড়ে তিন দিনের অরণ্যের শেষে যে বার্তাটি আসার কথা ছিল, তা কেবল মধ্যরাত্রির আহ্বান-বার্তার নিখুঁত ও চূড়ান্ত পরিপূর্তিই হতো না, বরং ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহর আরোপের আগমনকেও চিহ্নিত করত।

> আর ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা যে করূবের উপরে ছিল, সেখান থেকে উঠে গৃহের দোরগোড়ায় গেল। আর তিনি সুতিবস্ত্র পরিহিত সেই মানুষটিকে ডাকলেন, যার পাশে লেখকের দোয়াত ছিল; আর প্রভু তাঁকে বললেন, নগরের মাঝখান দিয়ে, যিরূশালেমের মাঝখান দিয়ে পেরিয়ে যাও, এবং যারা সেখানে সংঘটিত সমস্ত ঘৃণ্য কাজের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ক্রন্দন করে, সেই পুরুষদের কপালে একটি চিহ্ন দাও। ইজেকিয়েল ৯:৩, ৪।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর করার প্রক্রিয়া তাদের জন্মের সাথেই শুরু হয়েছিল, যা একই সঙ্গে তাদের পুনরুত্থানও ছিল। চার বাতাসের বার্তা মৃত শুকনো হাড়গুলোকে জীবিত করে তোলে, এবং চার বাতাসের সেই বার্তাই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর করার বার্তা। পৌল এবং যোহন উভয়েই সেই ইতিহাস দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, যে ইতিহাসের মধ্যেই আমরা এখন বাস করছি, সেই ইতিহাস “যা বহু নবী ও ধার্মিক পুরুষ দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছেন।” তৃতীয় স্বর্গদূতের মহাশক্তিশালী আন্দোলনের ইতিহাস—যার আদিরূপ ছিল প্রথম স্বর্গদূতের মহাশক্তিশালী আন্দোলন।

> ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত প্রদত্ত সকল বার্তাকে এখন জোর দিয়ে তুলে ধরতে হবে, কারণ বহু মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বার্তাগুলো সব গির্জায় পৌঁছাতে হবে।
>
> খ্রিস্ট বললেন, 'ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; আর তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। কারণ সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, অনেক নবী ও ধার্মিক ব্যক্তি সেই বিষয়গুলি দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছেন, যা তোমরা দেখছ, কিন্তু দেখেননি; এবং সেই বিষয়গুলি শুনতে, যা তোমরা শুনছ, কিন্তু শোনেননি' [মথি ১৩:১৬, ১৭]। ধন্য সেই

> চোখগুলি, যেগুলো ১৮৪৩ ও ১৮৪৪ সালে যেসব বিষয় দেখা গিয়েছিল, সেগুলো দেখেছিল।
>
> "বার্তাটি দেওয়া হয়েছে। এবং বার্তাটির পুনরাবৃত্তিতে কোনো বিলম্ব হওয়া উচিত নয়, কারণ সময়ের লক্ষণসমূহ পূরণ হচ্ছে; সমাপনী কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। স্বল্প সময়ে একটি মহান কাজ সম্পন্ন হবে। ঈশ্বরের বিধানে শীঘ্রই এমন এক বার্তা দেওয়া হবে, যা জোরালো আহ্বানে পরিণত হবে। তখন দানিয়েল তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁর ভাগ্যে দাঁড়াবেন।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ২১, ৪৩৭।

স্বর্গে লুসিফারের প্রাথমিক যুদ্ধের প্রধান বিষয় ছিল যোগাযোগ। তিনি ছিলেন আলোর বাহক; পবিত্র স্বর্গদূতদের মনে চুপিসারে ভ্রান্তি ঢুকিয়ে দিতে তিনি নিজের অবস্থান ব্যবহার করেছিলেন। বলা হয়েছে, তাঁর বিদ্রোহী ধারণাগুলো যে স্বর্গদূতরা গ্রহণ করেছিল, তারা এমনকি বুঝতেও পারেনি যে ঈশ্বর সম্পর্কে যে চিন্তাগুলো তারা শেষে ভাবতে শুরু করেছিল, সেগুলো ভাবতে তাদের প্রলুব্ধ করেছিল লুসিফারই। তিনি এতটাই সূক্ষ্ম ছিলেন—যেমন তিনি বাগানে ইভের সঙ্গে ছিলেন—যে একসময় পবিত্র সেই স্বর্গদূতরা বিশ্বাস করতে শুরু করল যে শয়তান তাদের মনে যে চিন্তাগুলো রোপণ করেছিল, সেগুলোই নাকি তাদের নিজের মৌলিক চিন্তা। সেই বীজ শেষ পর্যন্ত চিরন্তন ধ্বংসের ফল বয়ে আনল।

প্রথম স্বর্গে সংঘটিত সেই শেষ যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, এবং তা পবিত্র স্বর্গদূতদের প্রলুব্ধ করা নিয়ে নয়, তেমনি নয় শয়তানের হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা নিয়ে; বরং তা সমগ্র মানবজাতিকে প্রলুব্ধ করার বিষয়ে, একটি দূষিত যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে, যাকে আকাশে অবস্থিত বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এটি সেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের কথা, যেটি শয়তান মানুষের মনে ধারণা ঢোকাতে ব্যবহার করে, এমনকি তারা যে মিথ্যাকে বিশ্বাস করছে তা তারা টেরও পায় না, এবং তাতে তারা প্রমাণ করে যে তারা সত্যকে ভালোবাসে না। প্রেরিত পৌলই বলেছিলেন যে "অন্তিম দিনগুলোতে" মানুষ মিথ্যাকে গ্রহণ করবে, কারণ তাদের সত্যের প্রতি ভালোবাসা থাকবে না। আসলে, তিনি সেই ইতিহাসই দেখেছিলেন যেখানে শয়তানের এই বিস্ময়কর কাজটি সম্পন্ন হয়।

মানবজাতিকে প্রলুব্ধ করার কাজটি সম্পন্ন করে জাতিসংঘের গ্লোবালিস্টরা, যারা ড্রাগনের শক্তি। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, জাতিসংঘের গ্লোবালিস্টরা রাজা ও বণিকদের সমন্বয়ে গঠিত। রাজারা হলো সরকারগুলো, আর টেক-জায়ান্টরা ও বহুজাতিক বিলিয়নিয়াররাই বণিকরা।

যুদ্ধ শুরু হয় রবিবারের আইনের সময়; তখন যুক্তরাষ্ট্র দশ রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রধান রাজা হয়ে ওঠে। এরপর যুক্তরাষ্ট্র সদ্য ড্রাগনের মতো কথা বলছে, ফলে পৃথিবী-জন্তুর ষষ্ঠ রাজ্যের অবসান চিহ্নিত হয়। তারপর এটি জন্তুর সামনে যে অলৌকিক কাজগুলো করবে, সেগুলোর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে প্রতারিত করতে বেরিয়ে পড়ে—যে অলৌকিক কাজগুলো স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে আনা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

> আর সে মহা আশ্চর্য কাজ করে, এমন যে সে মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে পৃথিবীর উপর আগুন নামিয়ে আনে। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৩।

রাস্তায় যাদের হত্যা করা হয়েছিল, সেই পুনরুত্থিত মৃতদের শুকনো হাড়গুলো যখন একটি নিশান হিসেবে স্বর্গে উত্তোলিত হয়, তখন একই সঙ্গে স্বর্গে আরেকটি বিস্ময় দেখা দেয়।

> আর স্বর্গে আরেকটি বিস্ময় দেখা দিল; দেখ, এক মহা রক্তবর্ণ ড্রাগন, যার সাতটি মাথা ও দশটি শিং, এবং তার মাথাগুলোর উপর সাতটি মুকুট। প্রকাশিত বাক্য ১২:৩।

মহা লাল ড্রাগনটি শয়তান, কিন্তু এটি একইসঙ্গে পৌত্তলিক রোমও বটে।

> এইভাবে, ড্রাগনটি প্রধানত শয়তানকে প্রতীকায়িত করলেও, গৌণ অর্থে এটি পৌত্তলিক রোমের প্রতীক। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৪৩৯।

ড্রাগন হলো শয়তান; আর গৌণ অর্থে ড্রাগন পৌত্তলিক রোমকে প্রতিনিধিত্ব করে। খ্রিস্টের জন্মের ইতিহাসে পৌত্তলিক রোমের ড্রাগনকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে; কিন্তু ড্রাগনের নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রয়োগটি 'শেষ কালে' পাওয়া যায়। 'শেষ কালে' ড্রাগনকে জাতিসংঘের দশ রাজা প্রতিনিধিত্ব করে। তারা খ্রিস্টের জন্মের ইতিহাসে নয়, বরং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্মের ইতিহাসে প্রকাশ পায়—যাদের জন্মের দৃষ্টান্ত ছিল খ্রিস্টের জন্ম।

> "রাজারা, শাসকরা এবং গভর্নররা নিজেদের উপর খ্রিস্টবিরোধীর চিহ্ন আরোপ করেছে, এবং তাদেরকে সেই ড্রাগন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যে পবিত্র লোকদের সঙ্গে—যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে এবং যাদের যিশুর বিশ্বাস রয়েছে—যুদ্ধ করতে যায়।" Testimonies to Ministers, 38.

ড্রাগনের দশটি শিং তার মৈত্রীজোটের প্রতীক; এর সাতটি মাথা, যেগুলোর ওপর মুকুট রয়েছে, এটিকে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর আটটি রাজ্যের মধ্যে সপ্তম মাথা হিসেবে সনাক্ত করে—যেমনটি দানিয়েল-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে নেবুখদনেজ্জারের মূর্তিতে এবং প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ের আটটি মাথায়ও উপস্থাপিত হয়েছে। জাতিসংঘ হলো "স্বর্গে আরেকটি আশ্চর্য", ঠিক সেই সময় যখন পতাকাটি—যা মৃত শুকনো অস্থির উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলা রাস্তায় বহন করা হয়েছে—স্বর্গে উত্তোলিত হয়। রবিবারের আইনের সময় ড্রাগন ও নারী স্বর্গে আশ্চর্য হিসেবে প্রকাশ পায়; আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্যাথলিকধর্মের সমুদ্র-পশুটিকেও "বিস্মিত হয়ে অনুসরণ" করা হয়।

> আর আমি দেখলাম, তার মাথাগুলির একটিকে যেন মৃত্যুঘাতী আঘাতে আহত; আর তার প্রাণঘাতী ক্ষত আরোগ্য হল; এবং সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ে পশুর পশ্চাতে চলল। প্রকাশিত বাক্য ১৩:৩

পৃথিবী পোপীয় সমুদ্রের জন্তুকে দেখে বিস্মিত হয়ে তার পশ্চাতে চলছে, তার মরণঘাতী ক্ষত সেরে ওঠার ‘পর’। আর সেই ক্ষত যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন কার্যকর হলে সেরে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন থেকে শুরু করে, নিশান, ড্রাগন এবং জন্তু—এই তিনটির প্রতিই মানুষ বিস্মিত হয়ে তাদের পশ্চাতে চলতে থাকে। ঐ একই সময়ে মিথ্যা ভাববাদী শয়তানি আশ্চর্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি প্রকাশ করে; কারণ রবিবারের আইন হওয়ার পরপরই—যখনে মিথ্যা ভাববাদী সদৃশ ‘ড্রাগন’-স্বরূপ কথা বলতে শুরু করছে—সে সমগ্র পৃথিবীকে প্রতারণা করতে বেরিয়ে পড়ে, এবং তার এই প্রতারণা সে স্বর্গ থেকেই সম্পন্ন করে।

> আর আমি আরেকটি পশুকে পৃথিবী থেকে উঠতে দেখলাম; তার মেষশাবকের মতো দুটি শিং ছিল, এবং সে ড্রাগনের মতো কথা বলত। আর সে তার উপস্থিতিতে প্রথম পশুটির সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, এবং পৃথিবী ও তাতে বসবাসকারীদের সেই প্রথম পশুটিকে উপাসনা করতে বাধ্য করে—যার প্রাণঘাতী ঘা সেরে উঠেছিল। আর সে মহা আশ্চর্য কাজ

> করে, এমন যে সে মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে পৃথিবীতে আনে। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১–১৩।

তৃতীয় স্বর্গে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা প্রথম স্বর্গেই শেষ হয়। ড্রাগন, জন্তু ও মিথ্যা নবীর ত্রিমুখী জোটকে বাইবেলে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা অশুভ জোট হিসেবে চিহ্নিত করে। রবিবারের আইনের সময়, এই ত্রিমুখী জোট হারমাগেদোনের দিকে অগ্রসর হতে হতে নারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। রবিবারের আইনের সময়, তারা প্রথম স্বর্গের যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করে, আর তারপর তারা পরাজিত হয়! বিশ্ব ইতিহাসে রোম তিনবার ক্ষমতায় উঠেছে; প্রতিবারই সে প্রথমে তার শত্রুকে, তারপর তার মিত্রকে, এরপর তার শিকারকে পরাজিত করে, এবং তারপর পতিত হয়।

> আমি দেখলাম, তিনটি অপবিত্র আত্মা, ব্যাঙের মতো, ড্রাগনের মুখ থেকে, পশুর মুখ থেকে এবং মিথ্যা ভাববাদীর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। কারণ তারা দুষ্ট আত্মা, যারা অলৌকিক কাজ করে; তারা পৃথিবীর রাজাদের এবং সমগ্র বিশ্বের রাজাদের কাছে যায়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহান দিনের যুদ্ধের জন্য তাদের একত্র করতে। দেখ, আমি চোরের মতো আসছি। ধন্য সে, যে জাগ্রত থাকে এবং নিজের পোশাক রক্ষা করে, যাতে সে নগ্ন হয়ে না হাঁটে এবং লোকেরা তার লজ্জা না দেখে। এবং সে তাদের এমন এক স্থানে একত্র করল, যা হিব্রু ভাষায় আর্মাগেদ্দন নামে পরিচিত। প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩-১৬।

"শেষ দিনগুলোতে" "স্বর্গে যুদ্ধ" রূপক নয়; এটি এক যোগাযোগের যুদ্ধ, যা আকাশমণ্ডলে চালানো হয়। ড্রাগনের মুখ, পশুর মুখ এবং মিথ্যা নবীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে "দুষ্ট আত্মারা", যারা "অলৌকিক কাজ" করে। "spirit" শব্দের অর্থ "শ্বাস", এবং শ্বাস একটি বার্তার প্রতীক। ইজেকিয়েল ৩৭-এর শ্বাস মৃত হাড়গুলোকে জীবিত করে তোলে, এবং তা করে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিয়ে, যা বাইবেলে পূর্ব বায়ু হিসেবে উপস্থাপিত। হিব্রু ও গ্রিক উভয় ভাষায় যে একটি শব্দ আছে, ইংরেজিতে সেটি "spirit", "wind" ও "breath"—এই তিনভাবে অনূদিত হয়েছে।

> "ঈশ্বর যারা আন্তরিকভাবে তাঁকে সেবা করতে ইচ্ছা করে, তাদের প্রত্যেকের আত্মায় নতুন জীবন সঞ্চার করতে পারেন; এবং বেদী থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে তাদের ঠোঁট স্পর্শ করতে পারেন, এবং তাদেরকে তাঁর প্রশংসায় বাকপটু করে তুলতে পারেন। হাজারো কণ্ঠ ঈশ্বরের বাক্যের বিস্ময়কর সত্যগুলো উচ্চারণ করার শক্তি পাবে। তোতলা জিহ্বা খুলে যাবে, এবং ভীরুরা সত্যের পক্ষে সাহসী সাক্ষ্য দিতে শক্তিমান হবে। প্রভু যেন তাঁর লোকদের সাহায্য করেন, যাতে তারা আত্মার মন্দিরকে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ করতে পারে এবং তাঁর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে যে, যখন শেষের বৃষ্টি ঢেলে দেওয়া হবে, তখন তারা তার সহভাগী হতে পারে।" রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২০ জুলাই, ১৮৮৬।

ড্রাগনের মুখ থেকে, পশুর মুখ থেকে এবং মিথ্যা নবীর মুখ থেকে যে "আত্মারা" বেরিয়ে আসে, সেগুলো শয়তানি বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে। তৃতীয় স্বর্গে প্রথম যুদ্ধে—তা ছিল দূষিত আলোকবাহক দ্বারা প্রতীকায়িত দূষিত যোগাযোগ। প্রথম স্বর্গে শেষ যুদ্ধে—আবারও, তা দূষিত যোগাযোগই। তৃতীয় স্বর্গের যুদ্ধে শয়তান যে দূষিত যোগাযোগ ব্যবহার করেছিল, যা আবার প্রথম স্বর্গের যুদ্ধে ব্যবহার করা হবে, তা ছিল মেসমেরিজম, যা আধুনিক কালে সম্মোহন নামে পরিচিত।

> পুরুষ ও নারী যেন তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে এমন লোকদের মনকে কীভাবে বন্দী করা যায়—এই বিদ্যা অধ্যয়ন না করেন। এটাই সেই বিদ্যা, যা শয়তান শেখায়। এ ধরনের সবকিছুকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে। আমরা মেসমেরিজম ও হিপ্নোটিজম—সেইজনের বিদ্যা, যে তার প্রথম অবস্থান হারিয়ে স্বর্গীয় দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিল—এর সঙ্গে কোনো রকমে জড়াব না। পাণ্ডুলিপি ৮৬, ১৯০৫.

আজকের বিশ্বে সম্মোহন প্রয়োগ করা হচ্ছে প্রযুক্তি জায়ান্টদের দ্বারা বিশ্বব্যাপী ওয়েবের মাধ্যমে; যাকে 'আধুনিক বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞান' বলে আখ্যা দেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবে তা সম্মোহনের প্রাচীন শয়তানি বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পরিশীলিত রূপ। গ্লোবালিস্টরা, প্রযুক্তি জায়ান্টরা ও বিলিয়নেয়াররা তাদের শিকারকে এমন এক প্রতারণার 'জাল'-এ বন্দী করতে চায়, যা ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত। চাইলে একে বলা যায় সারা বিশ্বের ওপর শয়তানের মনস্তাত্ত্বিক অভিযান। বিশ্বকে আরমাগেডনে নিয়ে যায় এই শয়তানি বার্তাগুলোই, আর সেই শয়তানি বার্তাগুলোই আকাশে ঘোষিত হচ্ছে ঠিক সেই সময় যখন তিনি স্বর্গদূত আকাশেই খ্রিস্টের বার্তা ঘোষণা করছে।

> আর আমি আরেকজন স্বর্গদূতকে আকাশের মধ্যভাগে উড়তে দেখলাম, যার কাছে ছিল চিরস্থায়ী সুসমাচার, যাতে তিনি পৃথিবীতে বসবাসকারীদের এবং প্রত্যেক জাতি, গোত্র, ভাষা ও জনগণের কাছে তা প্রচার করেন। তিনি উচ্চ স্বরে বললেন, ঈশ্বরকে ভয় করো, এবং তাঁকে মহিমা দাও; কারণ তাঁর বিচার করার সময় এসে গেছে; এবং যিনি আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও জলের উৎসসমূহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে উপাসনা করো। আর তার পরে আরেকজন স্বর্গদূত এল, বলল, বাবিলন পড়ে গেছে, পড়ে গেছে, সেই মহান নগরী; কারণ সে তার ব্যভিচারের ক্রোধের মদ সকল জাতিকে পান করিয়েছে। আর তৃতীয় স্বর্গদূত তাদের অনুসরণ করে উচ্চ স্বরে বলল, যদি কেউ পশুকে ও তার মূর্তিকে উপাসনা করে, এবং কপালে বা হাতে তার চিহ্ন গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্রোধের মদ পান করবে, যা তাঁর রোষের পাত্রে মিশ্রণহীনভাবে ঢেলে দেওয়া হয়েছে; এবং পবিত্র স্বর্গদূতদের উপস্থিতিতে এবং মেষশাবকের উপস্থিতিতে সে আগুন ও গন্ধক দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করবে; আর তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া যুগে যুগে উপরে উঠতে থাকবে; এবং যারা পশু ও তার মূর্তিকে উপাসনা করে, এবং যে কেউ তার নামের চিহ্ন গ্রহণ করে, তাদের দিন বা রাতে কোনো বিশ্রাম নেই। প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬-১১।

ত্রিবিধ ঐক্যের প্রতিটি সদস্য থেকে যে "আত্মারা" আসে, সেগুলো তাদের মুখ দিয়েই বের হয়। একটি জাতির কথা বলা হলো তার সরকারের কাজ।

> "জাতির কণ্ঠস্বর হলো তার আইন প্রণয়নকারী ও বিচারিক কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড।" মহা বিতর্ক, ৪৪৩।

যিরমিয়াকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যদি গমকে তুষ থেকে পৃথক করেন এবং তুষের কাছে ফিরে না যান (যদিও তুষ তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে), তবে ঈশ্বর তাঁকে তাঁর "মুখ" করবেন।

> বিদ্রূপকারীদের সমাবেশে আমি বসিনি, আনন্দও করিনি; তোমার হাতের কারণে আমি একা বসেছিলাম, কারণ তুমি আমাকে ক্ষোভে পরিপূর্ণ করেছ। আমার ব্যথা চিরস্থায়ী কেন, আর আমার ক্ষত আরোগ্যহীন কেন, যা সেরে উঠতে অস্বীকার করে? তুমি কি সম্পূর্ণভাবে আমার কাছে মিথ্যাবাদীর মতো হবে, আর এমন জলের মতো, যা শুকিয়ে যায়? অতএব প্রভু এই কথা বলেন, যদি তুমি ফিরে আসো, তবে আমি তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনব, এবং তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে; আর যদি তুমি নীচতার মধ্য থেকে

> মূল্যবানকে বরে করে আনো, তবে তুমি আমার মুখস্বরূপ হবে; তারা তোমার কাছে ফিরে আসুক, কিন্তু তুমি তাদের কাছে ফিরে যেও না। Jeremiah 15:17-19.

যিরমিয়াহ তাদের প্রথম হতাশায় মিলারাইটদের প্রতিনিধিত্ব করেন—যারা মনে করেছিল ঈশ্বর মিথ্যা বলছেন। ঈশ্বর মিথ্যা বলেননি; তিনি কেবল ১৮৪৩ সালের চার্টের একটি ভুলের উপর নজির হাত রেখে তা আড়াল করে রেখেছিলেন। যিরমিয়াহকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—যেমন ১৮ জুলাই, ২০২০-এ যারা হতাশ হয়েছিল তাদেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—যে যদি তারা হতাশার আগে বিদ্যমান মূর্খ ব্যক্তিদের ও শয়তানি শিক্ষাগুলি থেকে নিজেদের পৃথক করে, তাহলে প্রভু যিরমিয়াহকে এবং যাদের তিনি প্রতীকায়িত করেন, তাঁদেরকে তাঁর "মুখ" করে তুলবেন। ১৮৪৩ সালের চার্টটি হাবাক্কূক পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে দেওয়া আদেশে পূরণের জন্য প্রণীত হয়েছিল।

> "'মূল বিশ্বাস'-এর ভিত্তিতে অবস্থানকালে দ্বিতীয় আগমন-সম্পর্কীয় বক্তাগণ ও পত্রিকাসমূহের ঐক্যবদ্ধ সাক্ষ্য ছিল এই যে, চার্টটির প্রকাশনা ছিল হাবাক্কূক ২:২, ৩-এর একটি পরিপূরণ। যদি চার্টটি ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বিষয় হয়ে থাকে (এবং যারা তা অস্বীকার করে তারা মূল বিশ্বাস ত্যাগ করে), তবে এর পরিণাম এই যে, ২৩০০ দিনের গণনা আরম্ভ করার বছর ছিল খ্রি.পূ. ৪৫৭। ১৮৪৩ সালকে প্রথমে প্রকাশিত সময় হওয়া আবশ্যক ছিল, যাতে 'দর্শন' 'বিলম্ব' করে, অর্থাৎ এমন একটি বিলম্বকাল থাকে, যে সময়ে কুমারীদের দল সময়ের এই মহৎ বিষয়ের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন ও নিদ্রিত থাকবে, ঠিক সেই পূর্বমুহূর্তে যখন মধ্যরাত্রির ধ্বনির দ্বারা তাদের জাগ্রত করা হবে।" — James White, Second Advent Review and Sabbath Herald, Volume 1, Number 2.

প্রভু হাবাক্কূকের মাধ্যমে মিলারাইটদের ১৮৪৩ সালের চার্ট প্রস্তুত করতে আদেশ করেছিলেন, এবং এতে এমন একটি ভুল ছিল, যার ওপর প্রভু তাঁর হাত ঢেকে রেখেছিলেন। এই কারণেই যিরমিয়াহ বলেন, তাঁর হতাশা ঈশ্বরের হাতের কারণেই হয়েছিল। হতাশার পর যখন প্রভু মিলারাইটদের আবার হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফিরিয়ে আনলেন, তখন তারা সেই প্রতিশ্রুতি দেখল যে, দর্শন বিলম্বিত হলেও তাদের তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তা মিথ্যা বলবে না, এবং অন্তে তা "কথা বলবে"।

দর্শনের 'কথা বলা' ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তার বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করেছিল, এবং যিরমিয়াকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ছিল যে, যদি তিনি হতাশা ঝেড়ে ফেলতেন, হতাশার আগে বার্তার প্রতি যে উৎসাহ তাঁর ছিল তাতে ফিরে আসতেন, এবং যদি তিনি গিম ও ভূষির মধ্যে পার্থক্য করতেন, তবে তিনি ঈশ্বরের 'মুখ' হতেন এবং মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাটি উপস্থাপন করতেন।

> কারণ দর্শনটি এখনও নির্ধারিত সময়ের জন্য রাখা আছে; কিন্তু শেষে তা কথা বলবে এবং মিথ্যা প্রমাণিত হবে না। যদিও তা দেরি করছে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা নিশ্চয়ই আসবে, দেরি করবে না। হাবাক্কূক ২:৩।

প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনে, প্রত্যাবর্তনের আদেশ পালনকারী যাদের প্রতিনিধিত্ব যিরমিয়াহ করেন, তারা প্রথম স্বর্গের যুদ্ধক্ষেত্রে অশুভ জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রভুর "মুখ" হবে। তারা মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা উপস্থাপন করবে। যাদের প্রতিনিধিত্ব যিরমিয়াহ করেন, তারা এখন অরণ্যে একটি "কণ্ঠস্বর" শুনছে। সাড়ে তিন প্রতীকী দিন একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অরণ্যের প্রতীক।

> অরণ্যে ধ্বনিত হচ্ছে একজনের কণ্ঠ: ‘প্রভুর পথ প্রস্তুত কর; মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বরের জন্য সোজা রাজপথ নির্মাণ করো।’ প্রত্যেক উপত্যকা উঁচু হবে, এবং প্রত্যেক পর্বত ও টিলা নীচু করা হবে; বাঁকা পথ সোজা হবে, এবং অমসৃণ স্থান সমতল হবে। আর প্রভুর মহিমা প্রকাশ পাবে, এবং সমস্ত মানুষ একসঙ্গে তা দেখবে; কারণ প্রভুর মুখ এ কথা বলেছে। ইশাইয়া ৪০:৩-৫।

পরবর্তী নিবন্ধে আমরা পরীক্ষাকালীন যুদ্ধের সেই চূড়ান্ত লড়াই নিয়ে আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখব, যা তৃতীয় স্বর্গে শুরু হয়েছিল এবং প্রথম স্বর্গে সমাপ্ত হয়।

> তখন সমস্ত মিদিয়ানীয়রা, আমালেকীয়রা এবং পূর্বদেশীয়রা একত্রিত হয়ে পেরিয়ে এসে যিজরিয়েলের উপত্যকায় শিবির স্থাপন করল। কিন্তু সদাপ্রভুর আত্মা গিদিয়োনের উপর নেমে এলো, এবং সে শিঙ্গা বাজাল; আর আবিয়েজেরের লোকেরা তার পিছনে সমবেত হল। সে সমগ্র মনশ্শে-গোত্র জুড়ে দূত পাঠাল; তারাও তার পিছনে সমবেত হল; এবং সে আশের, জেবুলুন ও নপ্তালির কাছে দূত পাঠাল; এবং তারা উঠে এসে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। বিচারক ৬:৩৩–৩৫।